রত্নভান্ডার

দ্বিতীয় খন্ড

প্রকাশক

আলহাজ্ব হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভান্ডারী

সাজ্জাদানশীন

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল

মাইজভান্ডার শরীফ, চট্টগ্রাম।

রত্ন ভাণ্ডার (২য় খণ্ড)
RATNA BHANDER (2nd Part)
[মাইজভাণ্ডারী গানের সংকলন]

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৭৪ ইংরেজী
তৃতীয় সংস্করণ : ২৫শে মার্চ ২০০৯ ইংরেজী

প্রকাশক

আলহাজ্ব হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী
সাজ্জাদানশীন
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল
মাইজভাণ্ডার শরীফ, চট্টগ্রাম।

হাদিয়া : ১৫.০০ (পনের) টাকা।

ডিজাইন ও মুদ্রণে
তিলোত্তমা মুদ্রণালয়
৪৪/৪৮, এন. এ. চৌধুরী রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন : ৬১৩২৭২, ৬১৫২৪৮।

আলমে জবরুত

১নং শে'র

আশেকের স্বরূপ ও আখ্‌লাক ঃ-

আয় দেল্‌বরে মাহেলকা
মেরে তরফ কো দেখ্‌না।
বাহ্‌রে রছুলে মোস্তফা
মেরে তরফ কো দেখ্‌না।।
আয় সৈয়দী, আয় মুর্শেদী
মোখ্‌তারে গঞ্জে-ই-জাদী।
মাই হোঁ গদায়ে বেনওয়া
মেরে তরফ কো দেখ্‌না।।
আদ্‌না ছগে নাপাক হোঁ
বেতাবে দিল হয়রান হোঁ।
বাহ্‌রে বতুলে বা ছফা
মেরে তরফ কো দেখ্‌না।।
মজ্‌রুহে দিল সুরীদা সের
হাজের হায় আব দরবারে পর।
বাহরে আলীয়ে মরতুজা
মেরে তরফ কো দেখ্‌না।।
পায়ে মোবারক পর ছদা
জান ইছ ছগে নাপাক কা।
বাহরে হাছান হোবে ফেদা
মেরে তরফ কো দেখ্‌না।।
আরমানে দিল্‌ মকবুল হোঁ
দিওয়ানা ছের মক্তুল হোঁ।
বাহারে শহীদে কারবালা
মেরে তরফ কো দেখ্‌না।।

খুনে ছের মক্তুলছে মেহেদী
লাগাও শাওখছে।
পাঁয়ে মোবারক আপকা
মেরে তরফ কো দেখ্না।।
হাদীকা দিল্ বেতাব হায়
জিনা বহুত দিশ্ওয়ার হায়।
সরবত পেলাদে ছাকিয়ে
মেরে তরফ কো দেখ্না।।

২নং শে'র

গাউছ মাইজভাণ্ডারী মুজহে
সরবত পেলা দাও।
তিষ্ণগিয়ে দিল্ কো মেরে
আছ ভূজা দাও।।
পরওয়ানা ছা হাজের হায় তেরা
বন্দায়ে শায়দা।
শোওলায়ে শময়ে রোখে
নুরছে জ্বালা দাও।।
এয়াতু মুজহে এস্কেকী
মাক্তল মে লেজাকর।
খঞ্জরে আব্রুছে মেরে
জান কো উড়া দাও।।
বেছরো ছামান খাড়া
হায় ছগে দরবার।
এস্কেকী দরিয়ামে মেরে
কিস্তি লাগা দাও।।

তছকিন করো দিল্ কো মেরে
গাউছে দো আলম।
শায়দা কো তেরে পায়ে মোবারক
পর লুটা দাও।
আফছরে লাহুত হো তোম
মালেকে মলকুত।
ইন্ সব্‌কা তামাসা মুজেহে
আয় মাওলা দেখা দাও।।
আহমদে বেমিম তুজহে
কাহতা হোঁ ওয়াল্লাহ।
মিমকি পর্দা কো মেরে
ভিতু উঠা দাও।।
হাদীয়ে শায়দা কো তেরে
জবত নেহি আওর।
লিল্লাহে মুজেহ শরবতে দীদার
পেলা দাও।।

৩নং শে'র

লাগী জু তেরী সমায়কি শোওলা
ভশম্ কিয়া হায় জ্বালাকে হামকো।
জো বিজলি চম্‌কি হোছন্ কা তেরি
তভিহছে উজড়া কিয়া চেমন্ কো।।
গোলাব কেওরা, চেমেলী আম্বর
কুইল-কুম্রি গরীবে বুলবুল।
জো তাব দিল্‌কি লাগি চেমন কো
তো ছারা জ্বল কর উড়া পবন কো।।

জুঁ আগে ফোর্‌কত ছো লাগ রহি হায়
দিল ও জিগর কো ভশম্‌কিয়া হায়।
বাতাও মুজকো আয় গাউছুল আজম
সাজাও কেয়া আব্‌ তেরে আসন কো।।
গরীবে হাদীকে সোজে দিলনে
বোলায়েঙ্গে সবকো রোজে মাহশর,
তপে দিল সুজে আহ্‌ খিছু তু
গোল্‌ মেচেংগী সব আঞ্জমন কো।

৪নং শে'র

জু দম্‌ছে গুজরোঁতু গাউছে পেয়ারে
নজেয়মে সরবত পেলাকে জানা।
জু বুলবুলে রূহে কফ্‌ছ কো
ছোড়ে ওতন মে উছাক উড়াকে জানা।।
জু লাশ কেরেকো ভুল যাবে
তু রোখ তোমারে হেরমকা কর্‌না।
জু লোগ পুছেহ্‌ জায়গা কবর কি
গলি তোমারে বাতাকে জানা।।
না রছমি খের্‌কা কাফন কি হাজৎ
না-মুজ কো হাজৎ গোলাব খুশবু।
দরিদা তহমন্দ বানাকে খের্‌কা
পছিনা আপনা লাগাকে জানা।।
জু লোগ হাজের নহো জানাজে পর
মেরে জিছিম নাজেছ সমজ কর।
তু আপনা জাঁ বাজ আশেকোঁ পর
এমামে বন্‌কর পড়াকে জানা।।

না লাশ মেরে উঠাহবে কুই
না গোর মে দেবে গাইরে জিন্‌ছি।
কদমুছে পেয়ারে লাগাকে ঠুককর
লাহাদ্‌ মে লাশা কো ছেপে জানা।।
ইছ্‌ আব্‌দে হাদীকে বে কছিপর
না আবে কুয়ি তরছ কাহ্‌ কর।
কবর পর বেকছ কে ফাতেহা কো
কভিহতু পেয়ারে জিলাকে জানা।।

৫নং শে'র

ওরে প্রাণের সার, কি দিয়া ভজিব
দাসে চরণ আপনার।
শুন প্রিয়া প্রাণের ধন– অধীনের নিবেদন
দাসের মুণ্ড বলী দিব, পায়ে আপনার।।
তীক্ষ্ণ খড়গ প্রহারিয়ে-দাসের মুণ্ড হাতে লিয়ে
তাহা দেখি শান্ত কর, মন আপনার।
এমাম হোসাইন প্রায়, রক্ত মোর লিপি গায়।
শহিদী কাফন দিবা, হাতে আপনার।।
আশক ভাইরা সঙ্গে করি, জানাজার নামাজ পড়ি,
কবরে দাবিয়া দিবা পায়ে আপনার।।
আস্তানা শরীফ পাশ, দাফন করিবা লাশ।
যেন সদা পদাঘাত শুনি আপনার।।
রক্ত অঙ্গ শির হতে, উঠিলাম হাশরেতে।
পিছে পিছে এ দাস, ভ্রমিব আপনার।।
নবীজির দেখা পেলে, পড়িয়া চরণ তলে।
শোকরানা আরজ করিব আপনার।।
ওহে নূর নবী ধন, মাইজভাণ্ডারী গাউছ ধন।
নিজ দাসে বলি দিছে, পায়ে আপনার।।

তুই বন্ধুয়ার প্রেম বলে, আর্শের কাঙ্গুরা তলে।
লেপটি ধরিব প্রিয়া, দামান আপনার।।
অপার মহিমা তোর, গাহিব হইয়া ভোর।
দাস হাদীর কাটা শিরে গুণ আপনার।।

৬নং শে'র

সখী তোমায় করি মানা ২।
আমার পায়ে বেড়ী দিওনা।
অবলা কামিনীর মনে উঠল প্রেমের তাড়না।।
সাঁঝের বেলা কদম তলা যমুনা পারে।
গাউছ ধনের বাঁশীর সুরে ডাকিল মোরে।
বাঁশীর সুরে প্রাণ বিদরে ঘরে রইতে পারলাম না।।
দুপুর বেলা স্নান করিতে যমুনার ধারে।
মৃদু হেসে নয়ন ঠারে ভুলাইছেন মোরে।
সেই অবধি সহীতে নারি প্রেম রসিকের তাড়না।।
মিনতি করি গো সখি ছাড়ি দে মোরে
তিনির পায়ে পড়ি হৃদে মিশাই আনিব তারে।
যৌবন ধন পান করায়ে মিটাই মনের বাসনা।।
কহে হাদী প্রেম খেলা যার সাধমনে,
গাউছ ধনের চরণ সেবা কর রাত্রদিনে
মিটাইবে মনের সাধ দিয়ে মনের খেলনা।।

৭নং শে'র

হয়েছি বন্ধুর ভাবে মনতাপে বনবাসী
স্বপ্ন দিয়া গেল কোথায় মাইজভাণ্ডারী পূর্ণশশী।
বাঁধি মোরে প্রেম ডোরে কি দোষে বধিঙলা পরে।
মন দুঃখে বনে বনে, কেঁদে ফিরি দিবানিশি।।

মন তন সপিলাম যারে, সে কেন ভুলিল মোরে
বিরহের অনলে জ্বালি, করে সদা খেলি হাসি।
আমিন ধনের চরণ তলে হীন দাস হাদী বলে।
মন ধন সপি কেন হইলাম, এবে দোষী।।

৮নং শে'র

প্রিয়ে তোমায় দেখব একবার পরকালে।
খেলিব আনন্দ খেলা আর্শ্বতলে।।
লেপটিয়া প্রেমাদরে হৃদে মিশাইব তোরে
মিটাব মনের সাধ কৌতুহলে।।
তব গর্ব নাশ করিব হাদীর কোলে বসাইব
নয়ন জলে চরণ ধুলায় নিব কোলে।।

৯নং শে'র

আমার, প্রেম রাখতে গো পারলেম না।
ছোলতানের অন্তরের প্রেম, ডাকিলে সে ডাকেনা।।
দিলের পেটারা ভরি, প্রেম রাখিলাম যত্ন করি।
প্রেমেতে তরঙ্গ পড়ে নয়ন হল ঝরণা।।
বলিব কি প্রেম ছল–কত রঙ্গ দেখাইল
দেশে দেশে ভ্রমাইয়ে, প্রেমে কৈরল দেওয়ানা
দাস হাদীর দেহ কাঁদিলে ছোলতানের প্রেমানলে।
জ্বালাইয়ে প্রদীপ প্রেমে মোরে কৈরল পরওয়ানা।।

১০নং শের

বিচ্ছেদের অনলে, সদা অঙ্গ জ্বলে
বিনয় করি গো প্রিয়া আয় আয়রে।।

তাপের তাপিনী হইয়া বৈরাগিনী,
বিলাপী কুহুরী প্রিয়া আয় আয়রে ।।
একেলা ঘরেতে আসিয়া স্বপ্নেতে,
লুটিলা যৌবন ধন।
সেই অবধি মন, সদা উচাটন,
উদাসী হইয়াছি প্রিয়া আয় আয়রে ।।
কামের কামিনী হইয়ে বৈরাগিনী,
ত্যাগিলাম পুষ্পের খাট।
তুই বন্ধু বিহনে হৃদেরি আসনে,
বসাব কাহারে প্রিয়া আয় আয়রে ।।
তোমার তাড়না শরীরে সহেনা,
সহজে অবলা মুই।
বন্ধু বন্ধু বলে, ঝাম্প দিয়া জলে,
জীবন ত্যাজিব প্রিয়া আয় আয়রে ।।
তোমার কারণে গহনে কাননে,
পর্বত শিখর ভ্রমেছি কত।
নূতন বয়সী হইলাম তপসী,
মন্ত্রণা যাপিয়ে প্রিয়া আয় আয়রে ।।
দাস হাদী বলে প্রেমেতে মজিলে,
নাহি গো মুক্তির আশ।
যাবৎ জীবন করহ জপন,
প্রেমের জপনা প্রিয়া আয় আয়রে ।।

১১নং শে'র

চল প্রিয়া প্রেম বাগানে, তব সঙ্গে প্রেম খেলিব।
প্রেম রঙ্গে রঙ্গ মিশায়ে কুঞ্জবনে রঙ্গ খেলিব ।।

সিংহাসনে বসাইব বুকে বুকে মিশাইব।
দুইজনে প্রেম ভোরে প্রেমে মিশি এক হব।।
তুমি আমি এক হব এক ভিন্ন না রহিব।
আকাশ পাতাল আদি ত্রিভুবনে এক রব।।
রঙ্গেতে কলিকা হব এক রঙ্গে পুষ্প হব।
এক রঙ্গে অলি হয়ে প্রেম ফুলের মধু খাব।।
রঙ্গে হাদী দুঃখীজন রঙ্গে তব নূরীতন।
রঙ্গে গাউছ ধন বলি–নয়নের অঞ্জন হব।।

১২নং শে'র

পীরিতির এত জ্বালা সই, ২
প্রিয়া বিনে প্রেম দুঃখ কারে খুলে কই।
ছাড়ি হাউসের কুসম বন হইয়ে উদাসী মন।
প্রিয়ার কারণে আমি ঘুরে ঘুরে বনে রই।।
অঘোর কাননে বসি বাজায়ে মোহন বাঁশী।
কাঁদে হাদী বিলাপিয়ে প্রাণনাথ রইল কই।।

১৩নং শে'র

আমার হাউসের কুঞ্জবন, আমার রসের বৃন্দাবন।
কে দিল জ্বালায়ে বল, কার নিঠুর মন।।
গুথিয়ে বেল ফুলের মালা, পড়াইতাম বঁধের গলা।
প্রেমানন্দে লিয়া কাঁধে, করিতাম ভ্রমণ।
সোহাগ মনে সিংহাসনে, নাচ করিতাম বঁধের সনে।
প্রেমাঠারে মিলাইতাম নয়নে নয়ন।।
প্রিয়ার মুখে পূর্ণ শশী অমৃত মধুর হাসি।
দেখি হইতাম স্বর্গবাসী দাস হাদীর মন।।

১৪নং শে'র

তোর প্রেমেতে মগ্ন হয়ে কেঁদে ফিরি রাত্রদিন।
মজনু যেন লায়লী বিনে ভ্রমে ছিল বন কানন।
বুকে মারি প্রেম কাণ্ডারী রইলা কোথা মাইজভাণ্ডারী।
নগরে নগরে ভ্রমি হাদী করে অন্বেষণ।।

১৫নং শে'র

আমার মন সরল যেমন প্রিয়া যদি তেমন হত।
তবে কেন প্রাণ লুকায়ে বারে বারে কাঁদাইত।।
যবে মুই মিনতি করি সেই বন্ধুর চরণে পড়ি।
তখন প্রিয়া কোলে তুলি মুখে মুখে আলিঙ্গিত।।
যখন প্রিয়া প্রিয়া করি পর্বত কানন ঢুঁড়ি।
তখন প্রিয়া হস্তে ধরি বৃন্দাবনে ভ্রমাইত।
যখন জ্বলি প্রেমানলে ঝাম্প দি যমুনার জলে।
তখন প্রিয়া শীঘ্র আসি হৃদ মাঝারে লাগাইত।।
কহে দাস হাদী হীনে যখন আশা নাই জীবনে।
তখন প্রিয়া মায়া করি নিজ হাতে সরবত দিত।।

১৬নং শে'র

তাপীমন প্রিয়ার কাছে প্রেমতাড়না আর কেঁদনা।
প্রেম শাস্ত্রে নিষেধ আছে নয়ন জলে আর ভাসাইওনা।।
চরণ সেবা শ্রদ্ধা হলে থাকিও ধৈর্যতা বলে।
প্রিয়ার চরণ দেখিবারে নয়ন তুলে তাকাইওনা।।
প্রেম দোষের দোষী পাইলে প্রেম কাঠারী দিব গলে।
প্রেম ঘাটে বলি দিতে হস্তপদ হেলাইওনা।।

রক্তনদী বহি গেলে প্রিয়ার দামান তলে।
সাবধানে কাটা শিরে রক্ত কভু ছিটিওনা।।
কোরআন শরীফ ভীত আছে এই প্রেমরীত।
হজরত ইছমাইল নবীর কোরবানী মন ভুলিওনা।।
প্রেম শাস্ত্র খেলা নয় সাবধানে প্রাণ দিতে হয়।
এমাম হোসাইনের খেলা দাস হাদী ভুলিওনা।।

১৭নং শে'র

আমার মরণ কালে স্মরণ কর
প্রাণ হরিল দূত সমনে।
দর্শন দানে কৃপা কর
প্রাণ দিবনা তুমি বিনে।।
আমার হস্ত পদ হল বদ্ধ
তোর চরণে আসব কেনে।
আমার বাকশক্তি রহিত হইল
উচ্চ স্বরে ডাকব কেনে।।
আমার মরণ কালে পাশরিয়া
মাইজভাণ্ডারে রইলা কেনে।
শীঘ্র আসি সরবত দেও
প্রাণ সপি দি তোর চরণে।।
কহে দাস হাদী হীনে
প্রাণ যদি দিই দূত সমনে।
হাসরে কি উত্তর দিব
নবীজির শ্রীচরণে।।

১৮নং শে'র

আমার প্রান হরে যায়, আমার দিল হরে যায়।
মাইজভাণ্ডারীর গুনমণির মোহন বাঁশীর রায়।।

ভাণ্ডারীর ফুলবাগে বসি গাউছ ধনে বাজায় বাঁশী।
বাঁশীর সুরে মন উদাসী শূন্যে উড়ি যায়।
কি গুণ মোর কালাচাঁদ বাঁশীতে মারিল টান।
অলি মন উদাসী হয়ে দেহ ছাড়ি যায়।।
মধুর লোভে অলি মন, ভ্রমে আকাশ বন পবন।
কোথায় রইল কমল ধন উদ্দেশি না পায়।।
ওহে দাস হাদীর মন ঐ দেখ তোর কমল ধন।
মাইজভাণ্ডারীর ফুল বাগানে বাঁশরী বাজায়।।

১৯নং শে'র

কৃপা বিতরণ, করিয়ে এখন
রাখহ জীবন, ওহে গাউছে ধন!
নহেত জীবন, ত্যাজিব এখন
করিয়ে জপন, ওহে গাউছে ধন।
তবে শশীতন, দেখিয়ে স্বপন
বাড়িল দ্বিগুণ, বিরহ যাতন।
না যায় সহন, না যায় সহন
ত্যাজিব জীবন, ওহে গাউছে ধন।।
বৈরাগীর বসন, লইয়ে এখন
চলিল হাদী করিতে ভ্রমণ।
বন বৃন্দাবন, পর্বত কানন
তোমারি কারণ, ওহে গাউছে ধন।।

২০নং শে'র

ভ্রমে অলি মন উদাসী মাইজভাণ্ডারীর ফুল বাগানে।
মজেছে কমল প্রেমে আসবে না মন নিজ স্থানে।।
দানে দাতা কমল ধন, দেখিয়া ভিখারীর মন।
দিবা নিশি কেঁদে ফিরি শুধু আশা মধু পানে।।

চৌদিকে মোর অলি মন, ভ্রমে দেখি কমল ধন।
কমল ধনে চায়না ফিরে স্ব সৌরভে গর্ব মনে।।
হায়রে নিঠুর কমল, কি দোষে দিছ প্রেমে ছল।
বাঁধিলা ভিখারী অলি, প্রেম জালে মাইল প্রাণে।।
হাদী না ছাড়িও আশ, যাবজ্জীবন কমল পাশ।
অবশ্য তুষিবে তোরে, কোন দিন যৌবন দানে।।

২১নং শে'র

কেন বুঝাইলে বুঝনা পাগলা মন।
সদা কেন দেহের মাঝে হইলা উচাটন।।
লাহুত নাগরী সুখ প্রেম ছলে দিয়া ফুক।
আনিলা নাছুত হাটে লাভের কারণ।।
কিসেতে মজিলা মন কে তোরে দেখাইল ধন।
সদা কেন অন্তরে মোর ঘোর বিচক্ষণ।।
ইঙ্গিতে বুঝিলাম মন মাইজভাণ্ডারী গাউছ ধন।
উদাসী বানাইছে তোরে দেখাই চরণ।।
খাকের পিঞ্জরা ছাড়ি মাইজভাণ্ডারে গেলা উড়ি।
কিসেতে বাঁচিবে বল এছার জীবন।।

২২নং গজল

যে চিনিছে প্রিয়া তোরে জীবন রাখা হল ভার।
ইষ্ট মিত্র ঘর বাড়ী, সব ছাড়ে একবার।।
মজনু বানাইলা যারে, কি লাভ তার এ সংসারে।
তুমি প্রিয়তমঃ বিনে, নাহিক নিস্তার আর।।
ফরহাদ যেন শিরী বিনে, মজনু যেন লায়লী বিনে।
অবশেষে প্রেমানলে জ্বলি হল ছারখার।।
স্বর্গ সুখ অভিলাষ, রাখেনা তোর হাদী দাস।
স্বর্গ উপাধিক সুখ, তুই বন্ধুয়ার দরবার।।

২৩ নং শে'র

হৃদ বাগানে লাগছে আগুন ভস্ম হয়ে গেলরে।
প্রেমের পবনে ভস্ম–আকাশে উঠিলরে।।
জ্বলে হাউসের কুসুম বন, দহি গেল হৃদাসন।
জল কণা ছিটাইয়া মালী, ভয়ে পলাইলরে।।
পর্বত কানন বন, দহি গেল ত্রিভুবন।
গাউছ ধন বিনে হাদী, ভস্ম হইলরে।।

২৪নং শে'র

সকলি ফুরায়ে গেল, জীবন কেন গেলনা।
আসবে বলে আশা দিয়ে, বন্ধু আমার এলনা।।
স্বপ্ন দিয়ে কান্ত গেল, দুঃখিনীর তাড়না হল।
মন যৌবন ধন লুঠিয়ে নিল, জীবন কেন গেল না।।
মান গেল কুল গেল অঙ্গের বসন গেল।
সোনার বরণ যৌবন গেল, কান্ত আমার এলনা।।
বাগানের বাহার গেল, পুষ্পের সুগন্ধি গেল।
ফুল বিছানার ঠাট গেল, দোস্ত আমার এলনা।।
কপালের সিন্দুর গেল, আঁখের চন্দন গেল।
বসন্তের রীত গেল, অলি আমার এলনা।।
কাঁদিতে নয়ন গেল, রজনী প্রভাত হল।
দাস হাদীর কাল গেল, জীবন কেন গেলনা।।

২৫নং শে'র

না জানি হারাইয়াছি দিন ওহে প্রাণের ধন।
জানে কি হেলায় হারায় হাতেরি রতন।।
আগে কি জানিতাম আমি তুমি হে জগৎ স্বামী।
তোমা কৃপাগুণে সব জীবের জীবন।।

জানতেম কি অরুণ শশী দেবমান স্বর্গবাসী।
তবে গুণে গুণী তব নুরের সৃজন।।
ছাপে ছিলে মানব ছলে হাদীর প্রেমে ধরা পৈলে।
গাউছ বেশ ধরি কোথা পালাবে এখন।।

২৬নং শে'র

এস এস প্রাণের পতি দেও দরশন।
তোমা ভাবানলে জ্বলি গেল এ জীবন।।
তুমি হে কৃপার সিন্ধু তুমি হে ললাটের বিন্দু।
তুমি হে নয়নের তারা জীবের জীবন।।
আউয়াল আখের তুমি জাহের বাতেন তুমি।
তুমি হে নূরের ছটা সারা ভুবন মোহন।।
ওহে কর্তা জগতরক্ষা ভিক্ষুকেরে দেও ভিক্ষা।
কর হাদীর প্রাণ রক্ষা প্রিয়া গাউছ ধন।।

২৭নং শে'র

যে অবধি হৃদে প্রিয়া করেছেন আসন।
যে দিকে ফিরাই আঁখি পাই দরশন।।
আকাশে পাতালে দেখি জলে আর স্থলে দেখি।
হুরদলে নরকুলে অরুণ যেমন।।
মিছিরে মাশুক ছলে আরবে আহমদ বলে।
ইন্দ্রকুলে দেব বলে সকল পূজন।।
ত্রিভুবনে সর্বস্থানে তরুলতা বৃন্দাবনে।
পুষ্পাসনে দেখি প্রিয়ে ভ্রমর তুলন।
নূরী নারী খাকী বাদী আবী যত জীব আদি।
সব দেখি প্রিয়ার নূরে ব্যাপিত রওশন।।
গাউছ বেশ ধরি কখন তিলে হরে আকাশের মন।
ক্ষণে দেখি হাদী বেশে কলঙ্কের ভাজন।।

২৮নং শে'র

ভবে আপন কেহ নাই সকলে ভাবে ভিন।
আপন আপন গর্ব করে কেন কাট দিন।।
চক্ষু কর্ণ হস্তখানা সোনার তন নয় আপনা।
প্রভুর স্থানে সাক্ষী দিবে হাশরের দিন।।
আপন আপন কর মন চিননি আপন জন।
আপনাকে মিশাই আপে আপন কর চিন।।
পাবে দাস হাদী হীন আপে প্রভু আপন চিন।
গাউছ ধনের শ্রীচরণে মিশিবে যে দিন।।

২৯নং শে'র

তুমি বিনে কেহ নাই সকলে ভাবে ভিন।
তোমা ভাবানলে জ্বলি কাটি রাত্রদিন।।
প্রেমাধিনী বৈরাগিনী তোমা প্রেমে কলঙ্কিনী।
তুমি যদি ভিন্ন ভাব নছিবের কুদিন।।
হইয়ে প্রেম দুঃখে বাগী ঘরে ঘরে ভিক্ষা মাগি।
সকলে ধিক্কার দেয় তোমার অধীন।।
যৌবন দানে দিয়ে ভিক্ষা, মন প্রাণ কর রক্ষা।
তুমিতো ভাণ্ডারী পতি হাদী দীন হীন।।

৩০নং শে'র

আমি কি পাব তাহারে, আমি কি পাব তাহারে!
সদা মনে প্রাণে ভালবাসি যাহারে।।
যার প্রেমে কলঙ্কহার গলে শোভে চন্দ্রহার।
পাব আশে যোগী বেশে ফিরি নগরে।।
হায় হায় করি পাগল বেশে ঘরে ঘরে দেশে দেশে।
পর্বত কানন বনে ঢুরি যাহারে।।

হাদী যার পিরীতির দায় ঝাঁটা পিছা লাথি খায়।
অনাদরে ছি ছি করে লোকের দুয়ারে।।

৩১নং শে'র

(আমার) কালা সোনারে কেমনে পাশরিব তোমারে।
তিলে না দেখিলে তোমায় (আমি) প্রাণে মরিরে।।
তব প্রেম ফাঁদে পড়ি হায় হায় করি কেঁদে মরি।
হাটে ঘাটে লোকে মোরে (ও প্রাণ) ঘৃণা করে রে।।
দাস হাদী প্রেমভরে ভিক্ষা করে ঘরে ঘরে।
ধিক্কারয়ে লোকজনে যৌবন চোরারে।।

৩২নং শে'র

গাউছ ধনের কৃপাদানে কর পরিত্রাণ।
বিষম মদন জ্বালায় (আমার) দহি গেল প্রাণ।।
অবলা সরলা প্রাণে, একি হানে প্রেমবানে।
সহেনা সহেনা প্রাণে এত অপমান।।
একি প্রেমের ভালবাসা রাখনা জীবনের আশা।
বসি দেখ রং তামসা হাদীর হরে প্রাণ।।

৩৩নং শে'র

সদা কেন প্রেম প্রেম কর অবোধ মন।
প্রেমের ছলনা কত দেখেছ এখন।।
নানা ছলে প্রেম খেলে পুষ্প হয়ে ডালে দোলে।
পুনঃ অলি হয়ে পুষ্পে করে মধুপান।।
ছলে প্রেম রূপ-সিনী, ছলে যৌবন সোহাগিনী।
ছলে যৌবন চোরা হয়ে হরিয়ে যৌবন।।
মক্কায় মাবুদ ছলে মণ্ডপে মহাদেব বলে।
প্রেমের কলঙ্কী হাদী ছলে গাউছ ধন।।

৩৪নং শে'র

আমার মন চোরা যায় গো প্রাণ লিয়ে যায়।
এমন নিঠুর কালা ফিরিয়ে না চায় গো।।
রূপে করে ভোলা মন হরিয়ে নব যৌবন।
বিজলি লহরে যেন গগণে পলায় গো।।
হৃদগ কমল মধুভরা লুটিয়ে যৌবন চোরা।
প্রেম সাগরে আঁখি নীরে হাদীরে ভাসায় গো।।

৩৫নং শে'র

(আমার) প্রাণ ভোমরা আয় গো হৃদ বাগানে আয়।
প্রেমাধিনীর হৃদ কমলে মধু ভেসে যায় গো।।
যতনে যৌবন কলি তুষিতে রেখেছি তুলি।
বাহারে ফুটিল অলি কোন বনে বেড়ায় গো।।
রূপে বালা ঝলমল হৃদ কমল টলমল।
যৌবন বাতাসে সদা হেলায় দোলায় গো।।
প্রাণ হাদী গাউছ ধন এসে কর মধু পান।
কমল মঞ্জুরী যেন টুটিয়ে না যায় গো।।

৩৬নং শে'র

ও হে প্রাণের ধন যায় মম প্রাণ–
আর প্রাণে বধিওনা রে।
ডুবে তব প্রেম সিন্ধুতে–
সদা ভাসি নয়ন স্রোতে।
হায় শাহা তোর, প্রেমের দোহাই–
আয় মোরে ভাসাইওনারে।।
পরওয়ানা বানাইয়া মোরে–
জ্বালাইলে রূপ সমাপরে।

হায় শাহা তোর, রূপের দোহাই–
আর মোরে জ্বালাইওনারে।
ত্যাজি হাদী কুলমান
ঘুরে হামেশা বনে বন।
হায় শাহা তোর, মানের দোহাই–
আর মোরে ঘুরাইওনা রে।।

৩৭নং শে'র

বল না সখি, প্রিয়া বিনে করি কি উপায়।
তিলে না দেখিলে ছটফটে প্রাণ যায়।।
উদাস মনে হায় হায় করি, বন বৃন্দাবন ঢুরি।
কাঁদিতে কাঁদিতে নয়ন যায়।।
গাউছ ধনের প্রেমানলে, হাদীর সর্বাঙ্গ জ্বলে।
জ্বলিতে জ্বলিতে জীবন যায়।।

৩৮নং শে'র

(ওরে) চরণ তরী–প্রেম সিন্ধু শীঘ্র কর পার রে।
অবলা সরলা ধনি না জানি সাঁতার রে।।
প্রেম সিন্ধুতে দিয়ে পাড়ি বেলা আছে দণ্ড চারি।
(আমার) ভাবিতে ভাবিতে দিন যায় রে।।
সিন্ধু খেলে নিজ রঙ্গে তরী ভাসে প্রেম তরঙ্গে।
(আমার) ভাসিতে ভাসিতে দিন যায় রে।।
শীঘ্র চালাই প্রেমতরী কর কান্ত মাইজভাণ্ডারী।
সিন্ধু পারে হাদীরে নিস্তার রে।।

৩৯নং শে'র

গাউছ ধন বিনে মম প্রাণ যে যায়।
গোলাপ ছিটনে তাপীর প্রাণ না জুড়ায়।।

তন মন প্রাণ জ্বলে শীতল না হয় জলে।
হৃদয়ে আসন জ্বলে বিরহের জ্বালায়।।
শয়নে জাগনে জ্বলে পুষ্পের বাগানে জ্বলে।
ভ্রমর গুন্ গুন্ জ্বালা দ্বিগুণ বাড়ায়।।
শয্যাতে বসিলে জ্বলে কাঁদিতে নয়ন জ্বলে।
শয্যাতে বসিলে জ্বলে যমুনার হাওয়ায়।।
হাদীর বিরহানলে আকাশ পাতাল জ্বলে।
ত্রিভুবন যায় জ্বলে মদন জ্বালায়।।

৪০নং শে'র

যৌবন যুবতী মোহন মুরতী–
যেমন গগণের চাঁদ।
পুষ্পের বাগানে কুরঙ্গ নয়নে–
ইঙ্গিতে হরিল প্রাণ।।
রূপে পূর্ণশশী ভাবে প্রেম প্রিয়সী–
ফুকিয়ে মোহন বাঁশী।
দেব মুনিগণ ভুলাইতে মন–
হরষে করয় গান।।
কামেতে কামিনী প্রেম ভাবগুনী–
মুখেতে মধুর হাসি।
প্রেম ভুরু বানে মধুর গহনে–
হরিল হাদীর প্রাণ।।

৪১নং শে'র

মরি! ওলো ধনি কমলিনী
রূপের পোতলা
দেখাই মোরে রূপ কমল–
কল্লি বেভোলা।।

সূর্যমুখী চাঁদ বদনী–
কাম রসে রসমনি।
ঠারিয়ে কুরঙ্গ নয়নী–
মুনির মন করে ভোলা।।
ভাবে দেখি বৈরাগিনী–
রূপে যিনি ইন্দ্ররাণী।
লোভে হরে মন মোহিনী–
হাদীর মন আলা ভোলা।।

৪২নং শে'র

হায় মরি হায়! আলো ধনি–
কমলিনী প্রাণ লয়ে যায়।
রূপে ঝিলমিল কুরঙ্গিনী নয়ন হেলায়।।
গলে চন্দ্রহার পরে কাণে কর্ণফুল লইরে।
শশীমুখে মৃদু হেসে অঞ্চল হেলায়।।
সোহাগ ভরে ঝুন ঝুন–
হাতে হেলায় বাজুবন।
চরণে নুপুর ধ্বনি চুন চুন বাজায়।।
হাতে দেখি গোলাপ ফুল–
অলিদল ব্যাকুল।
খঞ্জন গামিনী ধ্বনী হাদীর মন ভুলায়।।

৪৩নং শে'র

বল সখিরে! কেমনে রাখিব এ জীবন।
বিরহের অনলে হিয়া দহে সর্বক্ষণ।।
বুকে হানি প্রেমশেল–প্রাণ কান্ত বিসর্জিল।
কলিজা বিদরি মোর যায় এ জীবন।।
না হেরিয়ে প্রাণের হরি–
এক শয্যায় গড়াগড়ি।

কান্ত বিনে শান্ত নহে–বিরহের দরুন
সখিরে। তোর পায়ে ধরি
আনি দে মোর প্রাণের হরি।
নহে প্রাণ ত্যাজি হাদী মরিবে এখন।।

৪৪নং শে'র

নিশি শেষে যোগী বেশে কান্ত বিহনে।
প্রেম তাড়নায় বাঁশী হাতে গেলেম বাগানে।
গোলাপ পুষ্প ডালে ডালে–
সমীরণে মধু হেলে।
গাহে অলি গুন গুন পুষ্প আসনে।।
কোকিলের কুহু স্বরে–হাতের বাঁশী গেল পড়ে।
প্রেম সাগরে ঢেউ উঠল কান্ত স্মরণে।।
কহে দাস হাদী হীনে–আর যাইওনা ফুল বাগানে
কুঞ্জবন নরক হেন বঁধুয়া বিনে।।

৪৫নং শে'র

নিশি শেষে কান্ত এসে–
স্বপ্নে মন হরিলরে।
নয়ন ঠারে মধু হেসে–
পলকে পলাইলরে।।
মিশাইয়ে হৃদ মাঝারে–
আদরে চুম্বিতে মোরে।
নয়নে হেরিলাম কেন–
তিলক ত্যাজিলরে।।
যমুনা পুলিনে বসি–
হেরিয়া পূর্ণিমা শশী।
বাঁশীর সুরে কান্ত শোকে–
কাঁদিতে হইল রে।।

এস এস প্রাণের ধন–
তোর বিচ্ছেদে জ্বলেরে মন।
দাস হাদীর নয়ন জ্বলে ধরণী ভাসিলরে।।

৪৬নং শে'র

ধইরনা ধইরনা সখি–
বন্ধু বিনে প্রাণ ত্যাজিব।
প্রেম তাড়না সইতে নারি–
যমুনাতে ঝাম্প দিব।
আশা দিয়ে অবলারে কি দোষে তাড়াইলা মোরে।
দুঃখী মনের বুঝ না ধরে, মোর গলে কাটারী দিব।।
যার ভাবে কুল মান গেল ইষ্ট মিত্র বৈরী হল।
কপালে মোর এই ছিল তার বিচ্ছেদে প্রাণ ত্যাজিব।।
কামিনী কুলিনী ছিলাম, যার ভাবে যোগিনী হইলাম।
যৌবন দিয়ে না পাইলাম, বুকে শেল হানিয়া দিব।।
হীন দাস হাদী বলে, কান্ত ভাবে প্রাণ ত্যাজিলে।
মওলাজি হিসাব কালে, তোর প্রেমে জয়ধ্বনী দিবে।।

৪৭নং শে'র

শুনি লও প্রাণের পতি, মন হরিয়ে কোথা রইলা।
আমি মরি নাইগো ক্ষতি, বধের ভাগী তুমি হইলা।।
বিচ্ছেদ জ্বালা সইতে নারি, গলে দিতেছে প্রেম কাটারী।
হাশরেতে তব সঙ্গে খেলব রস রঙ্গের খেলা।।
রক্তের পৈরন পরে, হৃদে মিশাইব তোরে।
নয়ন জলের মুক্তা গুঁথে, হার পরাব প্রেমের মালা।।
দেখিয়া প্রেমিক সবে, আনন্দে জয়ধ্বনি দিবে।
গাউছধনের দাস হাদীর আশেকী মাশুকী খেলা।।

৪৮নং শে'র

প্রেম ডুরি গলে দিয়ে, উড়িয়ে গেল মোর পরাণী।
চরণ টানে প্রেম ডুরি, মাইজভাণ্ডারী গুণমণি।।
নুরী চরণ দেখি প্রাণ, শূন্য করি নিজ স্থান।
দুঃখ সাগরে ভাসাইল, মুই দুঃখীয়ার দেহখানি।।
দুঃখীয়ার সরলা মন, জানেনা সে প্রেম সাধন।
নাজানি কোন বনে প্রিয়ে দিবে বলে চরণখানি।।
অহঃরহ হাদীর মন, ভজ প্রিয়ার শ্রীচরণ।
সদয় হইলে প্রিয়ে পাইব, তোর প্রাণখানি।।

৪৯নং শে'র

জ্বলিয়ে বিরহ জ্বালায়, সর্ব অঙ্গ দহি গেল।
ঝাপ দিলাম যমুনার জলে তিলেকে শুকাই গেল।।
জ্বালা অঙ্গ জুড়াইতে, গেলাম প্রিয়ার বাগানেতে।
অঙ্গের তাপেতে মোর, ফুল বাগান জ্বলি গেল।।
তরুলতা বনফুল আর যত অলিকুল।
হাদীর বিরহানলে জলিয়ে ভস্ম হইল।।

৫০নং শে'র

রেখেছ চরণ তলে দাবাইয়া কেন দাওনারে।
খড়গ হে ধরিছ গলে, চালাইয়া কেন দাওনারে।।
শিকেতে চড়াইয়া মোরে অগ্নির কুণ্ড পরে।
কবাব বানাইছ প্রিয়া নামাইয়া কেন দাওনারে।।
জ্বালাইয়ে বিরহ জ্বালা নানাছলে কর খেলা।
হাদীর বিরহ জ্বালা, নিবাইয়া কেন দাওনারে।।

৫১নং শে'র

প্রাণে আর সহেনা তাড়না দিওনা–
হয়েছি তাপের তাপিনী।
তোমার কারণে ফিরি বনে ২
সেতার বাজায়ে যোগিনী
নিশিতে গোপনে আসিয়া স্বপনে–
অধরে অধরে মিশাইয়া মোরে।
করিতে চুম্বন লুটিয়ে যৌবন–
কেন মুই হেরিলাম পাপিনী।।
ধরিতে চরণ লুকায়ে বদন–
একেলা শয্যাতে ত্যাজিলা মোরে।
বিচ্ছেদের আগুন বাড়িল দ্বিগুণ–
কি হালে কাটিব যামিনী।।
বাঁশরী বাহনে বন্ধুয়া বিহনে–
বিলাপি কেঁদেছি যমুনার পারে।
ওহে প্রাণধন দেও দরশন–
অকুলে ভাসিছে কামিনী।।
ওহে হাদী দাস না হইও নিরাশ–
সতত ভাবেতে যারে রাখিবা
সদয় হইবে ব্যক্তে মিলিবে–
শুনহে প্রেমের ভাবনী।।

৫২নং শে'র

আহারে মন ধন (আমার) লুটিয়ে নিল মন মোহিনী।
কুঞ্জবনে পুষ্প কানে নাচিল কামিনী।।

কপালে তিলকের ফোটা সীতিপাঠ হীরা কাটা।
হাতে লিয়ে ফুলের জটা নাচিল চন্দ্রাননী।।
আঁখিতে কাজল পরা গলায় মুক্তার ছড়া।
মধু হেসে নয়ন ঠারে মন হরিল রূপসিনী।।
মুখ হেরি পূর্ণশশী উড়ে গেল মন উদাসী।
গায়ে শাড়ী বানারসী আঁচল হেলায় চাঁদ বদনী।।
কোমরেতে স্বর্ণ শিকল দেখি হাদী হয় ব্যাকুল।
পায়েতে শেমপুরের বোল্ নাছে–
ঝুন ঝুন ঝুন খঞ্জনী।।

৫৩নং শে'র

বল বল প্রাণ নাথ, ছল কেন দেখা দিতে।
পেয়েছ কি ত্রুটি মোর মন প্রাণ সপি দিতে।।
ভাবি দেখ মনে ২ দুপুর বেলা প্রেম বাগানে।
আঁখির ঠারে মন হরিছ–মদন মোহন হার গাঁথিতে।।
মুর্চিত হইলাম বালা ছিন্ন হইল পুষ্প মালা।
যৌবন ধন লুটিয়ে নিলা হৃদে বসি আচম্বিতে।।
কস্তুরী সৌরভ তোর অঙ্গেতে পাইয়া মোর।
পথে ঢুরিয়া তোরে না পাইলাম বাগানেতে।।
হিতে হইল বিপরীত এই বুঝি প্রেম রীত।
দাস হাদীর যৌবন লুটি ছল কেন দেখা দিতে।।

৫৪নং শে'র

হারা মন খুজতে আইলাম প্রিয়ার চরণে–
মায়া করি দেও মন ধন এই অধীনে।।
বহু শ্রদ্ধা করি মনে এসেছিলেম তোর চরণে–
হারাইলাম সরলা মন প্রিয়া সেই দিনে।।
ঢুরিয়া কানন বন না পাইলাম হারা মন।
ইঙ্গিতে বুঝিলাম মন প্রিয়া রাখছে গোপনে।।

সহেনা সহেনা প্রাণে সেই ধন হারাইলাম কেনে।
চরণ মুছি দেওনা ফিরে, ধন রাখি যতনে।।
পঞ্চ তনের নাম স্মরণে বলে দাস হাদী হীনে।
আত্মঘাতী হব প্রিয়া সে ধন বিনে।।

৫৫নং শে'র

দেখ ২ তাপি মন বঁধু খেলে তোর সনে।
দিছে প্রেমেরি খেলা বসি হৃদের আসনে।।
ঘুরাই দুই নয়নি, না চায়রে তোর দেহখানি।
নয়ন মুদিয়া দেখ কান্তরে তোর সিংহাসনে।।
কার শক্তিয়ে শির নাড় জোর করি তালি মার।
প্রেমের দুর্বিন দিয়া দেখরে মন দুই নয়নে।।
হস্ত চক্ষুর কম্পরে মন করে রসিকজন।
মনের মন গাউছ ধন কহে দাস হাদী হীন।।

৫৬নং শে'র

(প্রিয়ে) বিনা দোষে দোষী করে, কান্দাইলেন আমায়।
ক্ষমা কর অপরাধ পড়ি তব পায়।।
হারাই মোর সুখ প্রাণ হৃদে তোমায় দিলাম স্থান।
এই দোষে দোষী বুঝি করিলেন আমায়।।
না জানিলাম প্রেমরীত হিতে হল বিপরীত।
ভালবাসায় যৌবন দিয়ে মইলেম তাড়নায়।।
যমুনাতে দিলে ঝাঁপ—খণ্ডিবেনা মনস্তাপ।
খাকেতে মিশাইয়া দেও মরি তোমার পায়।।
শুন প্রিয়ে গাউছ ধন দাস হাদীর নিবেদন।
যৌবন দানে সুখী কর—প্রেম মমতায়।।

৫৭নং শে'র

কেঁদে কেঁদে প্রিয়ার কাছে, যোগী হয়ে এসেছি।
কলঙ্কের হার গলে পড়ে, তবু তোমায় পেয়েছি।।
প্রেমানলে জ্বলে জ্বলে সদা প্রিয়ে প্রিয়ে বলে।
পর্বত কানন তব, তোমায় ঢুরে ফিরেছি।।
খাইয়ে প্রেমের বান, হারাইলেম কুলমান।
মজনু বেশে দেশে দেশে তোর কারণে ঘুরেছি।।
আইস প্রিয়া প্রেমাদরে, দাস হাদীর হৃদ মাঝারে।
মন তন যৌবন ধন সব তোমায় সঁপেছি।।

৫৮নং শে'র

মওলানা আমিন ধন, উপায় কি হইবে বল।
গাউছ ধনের প্রেম তাড়নায় জীবন ত্যাজিতে হইল।।
দেখাইয়ে চরণ ধার, হরি নিল মন আমার।
মন আসি কেঁদে কেঁদে এ নব যৌবন গেল।।
মন হইল এই সার, প্রেমের অনল তার।
কাকুনুছ পক্ষীর মত, দহিয়া জ্বলিতে হল।।
দাস হাদীর প্রেমানলে, কান্ত ভাবেনা দহিলে।
দুই কুলের মাঝে জান, তোর কলঙ্ক হইল।।

৫৯নং শে'র

ঈমান অমূল্য ধন করিও যতন–
ঠক মৌলবীর কথা না মান কখন।
শুন ভাইরে গুণীগণ ঠক মৌলবীর ফন,
আখের বেচিয়ে কেনে দুনিয়ার ধন।।
উর্দু পার্শী পড়ি থোরা মাথায় বান্ধে বড় বিড়া,
আওয়ামে সমাজে বসি নছিহত কারণ।।

টাকা করি লোভে হাসে কুকুরের মত ঘুরে,
রিষমনে ঘে ঘে করে মিলে দুইজনে।।
হাদিস তফছির ধর্ম না বুঝে কোরআন মর্ম,
কোথায় বা মুর্শীদ ধরা প্রেমেরি সাধন।।
শরিয়ত তরিকত হাকিকত মারফত,
রছুল হইতে জারী আল্লার সৃজন।।
চারি মধ্যে ভিন্ন নহে–চারি মিলে এক হয়।
বৃক্ষ ডালে ফুল যেন মূলের তুলন।।
না সাধিলে আপন চিন-না পায় প্রভুর চিন।
নবিজীর হাদীছেতে এরূপ বর্ণনা।।
প্রেম সাধ নাহি মানে–নিজ চিন নাহি চিনে।
পরেরে কি চিনাইবে না চিনে আপন।।
নিজেরে নায়েব জানি–পরেরে কয় গলা টানি।
পরের ঘরে মুর্শীদগিরি নিজের নাই সাধন।।
কিন্তু যত জিজ্ঞাসিবে–সকলের উত্তর দিবে।
যেমন আল্লার ভেদ সকলি সাধন।।
দেখায় যদি দুই চাইর আনা ঘরে ঘরে দেয় তানা।
আল্লাহ নবীর ভার নাই বগলে কোরআন।।
পরেরে কয় হাঁ মানা–নিজ চক্ষু মূলে কানা।
না দেখে নিজ আমলনামা না ভাবে মরণ।।
কহে দাস হাদী হীন এই নহে অন্যের চিন।
নিজের সুমার নাই–পরের কি বর্ণনা।।

৬০নং শে'র

সজিদা সহজ কথা নয় ২
করিলে মোশরেক না করিলে কাফের হয়।।
সজিদা ডরের কথা না করিও যথাতথা।
যোগ্য হইলে খয়রুল্লাহ্ সুজজাদান্ বলয়।।

ওসজুদ বলিল যবে–ফছাজুদু তারা সবে।
অবাধ্য হইল যেবা মরদুদ নিশ্চয়।।
আদমেরে সজিদা করা–প্রথম আদেশের ধারা।
আদমজাদা আদম হইলে সজিদা টানি লয়।।
শ্রীশ্রীধন শ্রীগুরুধন, ভিন্ন জানিল যে জন।
মারিদ বলিল তারে রুমী মহাজন।।
তেকারণে সজিদা করি শ্রীচরণে মাইজভাণ্ডারী।
খোদার জন্য খোদার সেবা অন্য কথা নয়।।
পাগল করিমের বাণী শুনতে যত রসমনি।
প্রেমের প্রমাণে যেমন মণ্ডগজ হয়।।

৬১নং শে'র

প্রভুরে প্রেম নামে কি সৃজিলা ভবালয়।
এপঞ্চ ইন্দ্রিয় যোগে–পেলেম তার পরিচয়।।
নয়নে না দেখি তারে কর্ণে না শ্রবণ করে।
তারি হুতাশনে চিত্ত দহি সদা ভস্ম হয়।।
সে ধনের নাহি মূল্য কিছু নহে সমতুল্য।
কিঞ্চিত জানয় মর্ম প্রেমদুঃখ যে ভোগায়।।
যাহার অন্তরে প্রেম আসন করয় ক্রম।
স্ত্রী, পুত্র এ সংসার হয় তার বিষময়।।
মিলন হইল যার স্বর্গবাসি এ সংসার।
বিচ্ছেদে মিলন জ্বালা মোর মনে হেনলয়।।
যারে কল্যা প্রেমদান মিলনে তার রাখ প্রাণ।
রক্ষাদাতা সিদ্ধিকর্তা তুমি প্রভু দয়াময়।।
ওহে ত্রিজগৎ নাথ করিমের মুনাজাত।
দারুণ বিচ্ছেদ জ্বালা শত্রু কখন না ভুলয়।।

৬২ নং শে'র

প্রেম করা কেমন মজা যে না করে সে কি জানে।
পত্র অভ্যন্তরের মর্ম কি জানয় পিওনে।।
কি যন্ত্রণা তলওয়ারে আঘাত করয়ে যারে।
সে জানে বিধিল যারে বিষম শেলের হানে।।
প্রেম কি জানে ভোমরা মধুর লোভে মত্ত তারা।
প্রেমের মত্ত আত্মহারা পতঙ্গ প্রদীপের সনে।।
আশেক মাশুকগণে প্রেমের মরম জানে।
খোদার কথা নবী জানে, নবীর কথা খোদা জানে।।

পরিশিষ্টাংশ

৬৩নং শে'র

দেশ জ্বলে যায়, বে আখলাকী আগুনে–দয়াল মাওলারে
তুমি বিনে নিভাবে কোন জনে।
দয়াল মাওলারে ঃ–
শরিয়তে রাষ্ট্র করি তরিকতে শাসনতরী,
হাকিকতে বসিয়া আসনে।
মায়ারেফতের ডঙ্কা মারি, মতলবীশান লও কাড়ি।
তাওহীদি জাম চালাই ভুবনে।
দয়াল মাওলারে।।
দয়াল মাওলারে ঃ–
এদেশের নেতার দিলে–আখলাকী নুর দাও ঢেলে,
যেমন জয় করতে পারে নাছুতী রণে,
পাড়াপরশির আখলাকী বলে, দুঃখ যাবে কালে কালে
নইলে দুঃখ যাবেনা জীবনে
দয়াল মাওলারে।।
দয়াল মাওলারে ঃ–
সমাজির ছেলে মেয়ে, তাওহীদ নিশান উড়াই যবে,
জিকির করবে আজাদী শাসনে।
অহিংসার অস্ত্রধরে মানুষের সেবা করে,
স্বাধীন ভাবে হিন্দু মোসলমানে
দয়াল মাওলারে।।
দেশের যত শক্তি ছিল মতলবিরা টেনে নিল।
চেয়ে রইল আত্মভোলা প্রাণে।
ছায়াদ কয় তাওহীদের গানে, মত্ত হয়ে দলে দলে
কেড়ে লও জজ্‌বা হালে বসে,
দয়াল মাওলারে।।

৬৪নং শে'র

(আমার) পাপ তিমিরের নাইরে ভয় ২
ভাণ্ডারেতে প্রেম শশী উদয়।।
সত্যের জয়, অসত্যের পতন, কোরআনেতে খোদায় কয়।।
অকুল জা-য়াল হাককু, অজাহাকাল বাতেল,
ইন্নাল বাতেলা কানা জাহুকা নাজেল।
রূপ মোহাম্মদ প্রেমের চিত্র গাউছুল আজম আয়াৎ রয়।।
তাওহীদের ঐ বিজলী চমক; নূরে পুতুল রূপ,
কামালে কুদরৎ বাহানা, নবীর প্রেমের হুর।
করলে ভজন পাপ নিবারণ প্রেম করলে কিমিয়া হয়।।
পবিত্র ইছলাম ঘিরে, গোমরাহি যখন।
ভাণ্ডারেতে উদয় হইল, প্রেমের মহাজন।
আউর মানব জীন, হুর ফেরেস্তা প্রেম কারণে এন্তেজার রয়।।
চন্দ্রকে ঘিরয় যদি মেঘের আবর,
পবনে উড়াইয়া নিলে–দ্বিগুণ হয় পসার।
সেই নূরের আলোকে ইছলাম, প্রেম গৌরবে গৌরবময়।।
ঐ চরণে আত্ম বিক্রয় করয় যে জন।
এস্কের সুরা দানে বানায় আশেকে সুজন।
প্রেমিক চিহ্ন মোমেন আখলাক, নূর মোহাম্মদ জলওয়াময়।।
আরজ করে অধম ছায়াদ, ওহে দয়াল গাউছে ভাণ্ডার,
গোলামিতে কবুল কর, দরবারে তোমার।
খোদী মিটাই পদে মিটাও দাসের সখা দয়াময়।।

৬৫নং শে'র

আমার নাছুত তরী পার করিয়ে,
দেয় গাউছ, দেয় গাউছ।
আমার নফ্‌ছ শয়তান দূর করিয়ে,
দেয় গাউছ, দেয় গাউছ।।

(আমার) দুই ভাবনা দূর করিয়ে,
ছলিম কর (মোর) বেবুজ হিয়ে।
(আমার) কল্‌বে নূরের জ্যোৎস্না ঢেলে,
দেয় গাউছ, দেয় গাউছ।।
আউয়াল আখের ঠিক সমানে,
রেখো তোমার ভক্ত (ছায়াদ) জনে।
দোঁ জাঁহানের দামান বেঁধে,
দেয় গাউছ, দেয় গাউছ।।
চোখের ধাঁধাঁ দাও ছুটায়ে,
এস্কের সুরা দাও ঢালিয়ে।
খোদী মিটাই থাকতে আমায়,
দেয় গাউছ, দেয় গাউছ।।

৬৬নং শে'র

গাউছজি, মাওলাজি ডাক্‌ছি তোমারে।
নাছুতী সঙ্কটে উদ্ধারিতে মোরে।।
দিন-দুনিয়ার ছোওয়াব গুনা–
মিজানের পাল্লাখানা, পোলছেরাতের ভাবাগোনা
রেহাই দেও মোরে।।
নবুয়তের দামানখানি, ললাট চুমে দাওগো টানি।
আউয়াল আখের, তোমায় মানি, দয়া কর মোরে।।
মহব্বতের রজ্জু দিয়ে, বাঁধ আমার শুকনো হিয়ে
কল্‌বে নুরীর পরশ দিয়ে তর করিও মোরে।।
তাওহীদের ঢাক্‌নিখানা, রাখবে বজায় আলমপানা।
আরজ করি ছায়াদ জনা, রাঙ্গাচরণ ধরে।।

৬৭নং শে'র

ও মন গাউছুল আজম ২ জ্বলি স্বরে গাও।
আজি, তাওহীদের মোহন সুরে বাশরি বাজাও।।
গাউছের দামান তলে আদম হাওয়ার পরশ মিলে।
খোদা-রছুল যুগল মিলে, আঁখি খুলে চাও।।
গাউছ ধনে ইশারা দিলে রূহ ধনের মেয়রাজ মিলে।
নাচরে তাঁন দামান তলে, আল্লাহু বলিয়ে গাও।।
আশেকে ভাণ্ডরীর দল, তোরা জগত মাতাই তোল।
গাউছুল আজম, গাউছুল আজম জিকির সুরে গাও।।

৬৮নং শে'র

তোমায় না পেলেম পরাণের পরাণ,
গাউছ ধনরে ঃ-
মনের দুঃখ তোর পদে জানাই।।
গাউছ ধনরে ঃ-
কতইনা ছিল মনে তোমায় লয়ে প্রেম যতনে,
অহরহ জজবে দিন কাটাই।।
রইল দুঃখ স্মৃতি লেখা পাইলাম না তব দেখা,
মন বেদনা মনেতে মজাই।
গাউছ ধনরে।।
গাউছ ধনরে ঃ-
নির্মম নিষ্ঠুর মনে, ভুলে রহিলা কেমনে,
রং চাও বুঝি আমার মন পোড়াই,
বহাইয়ে অনল নদী, হস্তপদ কর বন্দী,
সুধাইতে রেখেছ আটকাই।।
গাউছ ধনরে।।

গাউছ ধনরে ঃ–

দেখাই জামাল দীদারখানি, শান্ত কর তাপিত প্রাণ।
তব পদে এই ভিক্ষা চাই।
তোর বিচ্ছেদে ভেবে সারা জলে হলেম পারা পারা,
তুই বিনে জ্বালা কি দিয়ে নিভাই।
গাউছ ধনরে।।

গাউছ ধনরে ঃ–

ছায়াদের পোড়া মন, ঘুচাও দুঃখ করি রহম,
দেখাও রূপ পর্দাখান উঠাই।
গলে লাগাই প্রেম রশি, টেনে নেও জজবে কশি,
দয়া করে লও চরণে মিশাই।
গাউছ ধনরে।।

৬৯নং শে'র

সেই হয়েছে মানুষ রতন, সব থুয়ে যার কিছুই নাই।
পরশমণি, সরসধনী প্রেম সাগরে খেলছে তাই।
তুচ্ছ সম্পদ করে তুচ্ছ, সমান করে নীচ উচ্চ।
অন্তরে পেয়েছে রাজ্য, ফুল ফুটেছে আলোক সাই।।
কুল কলঙ্কের ভয় রাখে না, কান থুয়ে সে ডাক শুনেনা,
চোখ থুয়ে চোখে দেখেনা, মুখ থুয়ে তার কথা নাই।।
বেদ বিধানের নিষেধ মানা, কিছুই তার সে মানেনা।
হৃদয় তার আরামখানা, সোনা রূপা ভাবে ছাই।।
যোগ দিয়া সে একের ঘরে, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করে।
ধনী বলি সে জনারে, না আছে ধনের বড়াই।।
মনমোহন তার অন্বেষণে, মত্ত আছে আকুল প্রাণে।
বিকাই জীবন শ্রীচরণে, এমন মানুষ যদি পাই।।

৭০নং শে'র

যা করেছি অপরাধ ক্ষমা কর রব্বানা।
সোজা পথে চালাও এবে, অন্য পথে নিওনা।।
কুভাবনা ভুলাইয়া, সোজা পথে লও টানিয়া।
নফ্ছ আম্মারার তাবে, আমাকে আর করনা,
তোমার ভাবে মোর মন, থাকে যেন সর্বক্ষণ।
তুমি বিনে অন্য কোন, থাকেনা যে ভাবনা।।
দুর্বলের বল তুমি, অনাথের নাথ তুমি।
তুমি জগত স্বামী, কাদেরগণি মওলানা।।
হীন দাস ছায়াদ বলে, মরণ নিদান কালে।
নিজ নূরে মিশাইয়া, লইবেন রব্বানা।।

৭১নং শে'র

সাফল্য জনম দাদা, লয়েছ ভুবনে।
হর্ষমনে দাসগণে, লুটাই চরণে।।
দেখিয়া মাশুকী শান, সাহাপুরী করে গান।
লা-এলাহা ইল্লাল্লাহু, জাহেরে বাতেনে।।
ওরস শরীফে আসি, দেখি দাদার মুখ হাসি।
রজনী প্রভাত যেন, হইল তখনে।।
হুর পরী সারি সারি, করিতেছে এন্তেজারী।
সেবিতে চরণ তব, প্রফুল্ল বদনে।।
নতশিরে ভক্তি করি, বলিতেছে সাহাপুরী।
ভুলনা ভুলনা দাদা, এই দীন হীনে।।
প্রতিপদের আদি হতে, লিখা আছে নবমীতে।
দাদার নামের পরিচয়, দিব কি অধীনে।।
(সাহাপুরী ছাহেবের হস্ত লিখিত।)
বেলাদতে হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ)

৭২নং শে'র

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী এলরে দুনিয়ায়।
আয়রে আশেক আল্লাওয়ালে দেখবি যদি আয়।।
মাইজভাণ্ডারে দীনের খুবী বিকাশিত তৌহীদ রবি।
দুনিয়াবী জোলমত ছেড়ে রওশনীতে আয়।
আয়রে আশেক আল্লাওয়ালে রওশন হইতে আয়।।
খোদায়ী জলওয়ার বিকাশ হয়েছেন,
তৌহীদ রাজ আজ তশরীফ এনেছেন।
গাউছিয়তের রওশনীতে রওশন দুনিয়ায়।।
আয়রে আশেক আল্লাওয়ালে ফয়জ লইতে আয়।।
সৈয়দী বংশে মতিউল্লাহ ঔরষে।
জন্মিল প্রেমনিধি তৌহীদী যশেঃ।
তৌহীদের খুসবুতে আজ মাতাল দুনিয়ায়।
আয়রে আশেক আল্লাওয়ালে খুশবু নিতে আয়।।
খায়রুন্নেছা মায়ের কোলে দোলে শিশু আহমদী দোলে।।
চেহেরায় তাঁন গাউছিয়তের চমক দেখা যায়।
আয়রে আশেক আল্লাওয়ালে আশেক বনতে আয়।।
দেখলে তাঁন মুখের হাসি পাপ তিমিরের ভয় নাশী।
হতে পারবি প্রেম উদাসী তান উছিলায়।
আয়রে–আশেক আল্লাওয়ালে প্রেমিক হইতে আয়।।
দিলে তাঁন খেয়াল রাখিলে নফ্ছানীয়ত যাবে চলে।
রূহানী হাল উরূজ হলে পাবিরে খোদায়।
আয়রে আশেক আল্লাওয়ালে জিকির লইতে আয়।।
অধীন মাহফুজ জানাই ছালাম, জপি জিকির গাউছুল আজম
হুর পরী ফেরেস্তা ছালাম জানায় গাউছের পায়।
আয়রে আশেক আল্লাওয়ালে ছালাম জানাতে আয়।।
হল তওয়াল্লোদ গাউছুল আজম প্রাণ খুলে
আজ করব কেয়াম।
বিভোর হয়ে জানাই ছালাম সবায় গাউছের পায়।
আয়রে আশেক আল্লাওয়ালে কেয়াম করতে আয়।।